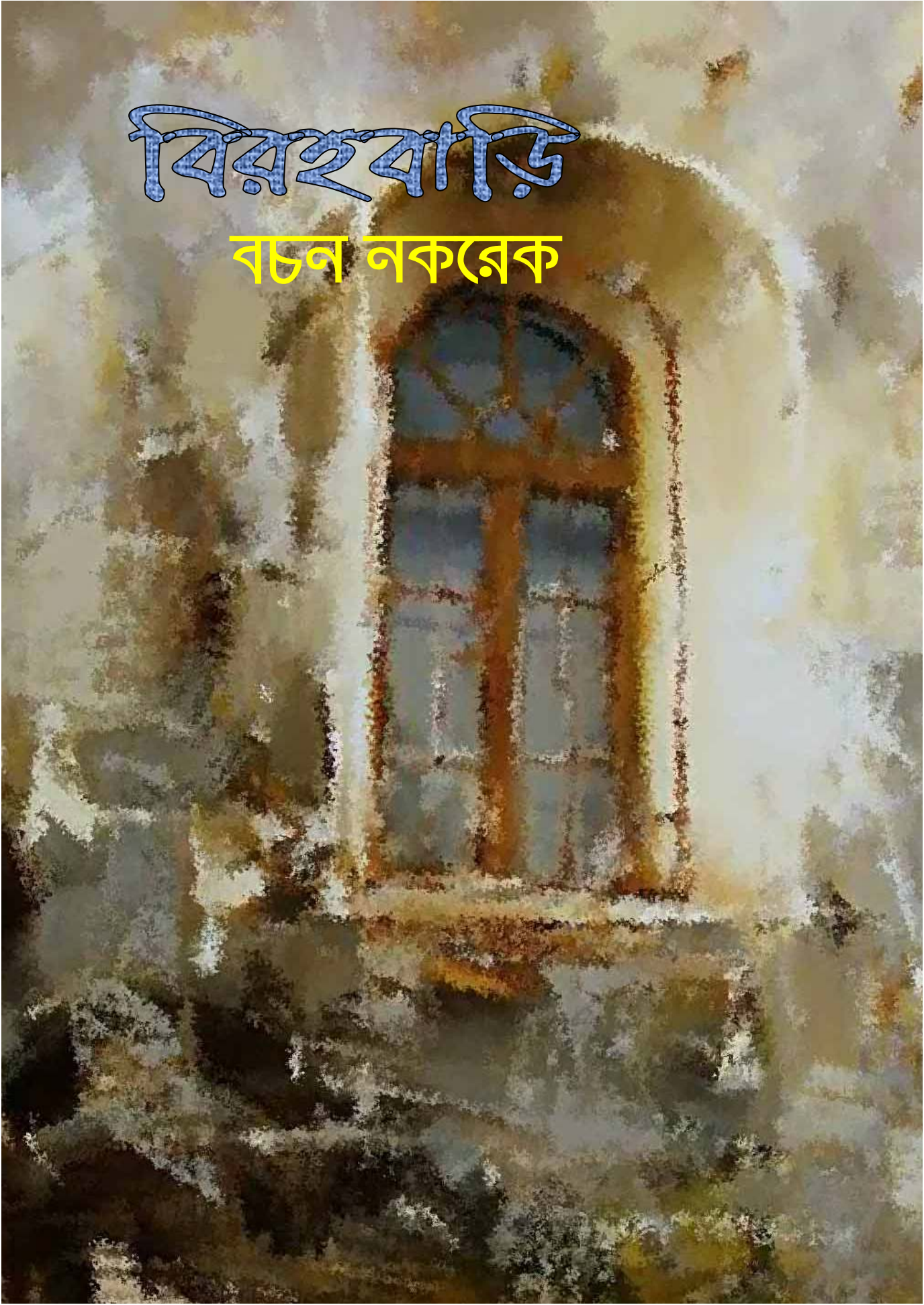

বিরহবাড়ি
বচন নকরেক

বিরহবাড়ি

বচন নকরেক



৯, পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকাশর, ময়মনসিংহ
email : marakbachan@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭৩৫৩৬৬৪০৭

প্রকাশক

বাংলার ই-বই

www.banglar-eboi.com

উৎসর্গঃ
জর্জ রুরাম
মতেন্দ্র মানখিন
ও
জেমস জর্নেশ চিরান

পূর্ব প্রকাশিত বইঃ
ইচ্ছেবন ইচ্ছে পাহাড়
ইচ্ছে পাহাড়ের মেয়ে
অনেক মৃত্যু আগে
জলটঙ (ই- বই)
পাখিভোজ (ই- বই)

বিরহবাড়ি
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
বচন নকরেক

ই-বুক প্রকাশকাল
মে, ২০১৪
বৈশাখ, ১৪২১

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচিপত্র

ডেস্কটপে বৃষ্টি	৬	২৯	পতঙ্গ জীবন
চৈত্র দিন	৭	৩০	ডানা ঝেড়ে ডাকে
চাঁদগলা উঠোনে	৮	৩১	পাহাড় ছড়ার পদ্য
শখের বেলুন	৯	৩২	নশ্বর ভূবন
ললিতার মেইল	১০	৩৩	নিরীশ্বর ভিতর বাড়ি
পাহাড়ে, পাথরে	১১	৩৪	কী আর থাকে বলতে
ইছামারী	১২	৩৫	নিজেকেও সিগারেট মনে হয়
ফড়িং	১৩	৩৬	ঋণ
পাহাড়	১৪	৩৭	নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার বিষণ্ন সাঁকো
বৃক্ষবাকলে লিখবো চিঠি	১৫	৩৮	নেশা কি হয় সব জলে
হাঁটতে হাঁটতেই একলা হ'য়ে যাই	১৬	৩৯	আমার বেবাক কবিতাই তোমার জন্য লিখা 'চিঠি'
শেষ ভোজ	১৭	৪১	খপুষ্প স্বপ্ন
মাতাল রোদ্দুরে	১৮	৪২	জলনূপুর শব্দ
এই মনোবাঞ্ছা	১৯	৪৩	আরণ্যক
নেশা	২০	৪৪	শীতউষ্ণ রাতের কাব্য
উষ্ণতা	২১	৪৫	পূবালীকে লিরিক
ক্ষত	২২	৪৬	ঘুম এলে তো ঘুমাব
দুখ-২	২৩	৪৭	চাঁদ ডুবে যাবার আগে
উষ্ণ হতে চাই	২৪	৪৮	কথা দিলাম
এখানে আগেই লেখা হ'য়ে গেছে কবিতা	২৫	৪৯	সব ভেসে যাক
বন্ধন	২৬	৫০	জলবিহার
ধোঁয়া	২৭	৫১	আমার দাবি-দাওয়া
হারানো বোতাম	২৮		

ডেস্কটপে বৃষ্টি

শীত শেষ হলেই ফালি ফালি বাতাস কাটে
সিলিঙে বাঁধা ফ্যান
আম পাঁকা বৈশাখে–

ততদিনে আষাঢ়, ডেস্কটপে
বৃষ্টি...

চৈত্র দিন

পাতে শাক-ভাত
দু'একটি চিংড়ির হাড়
চুলোয় চৈত্র দিন
শুণ্য হাঁড়ি...

চাঁদগলা উঠোনে

চাঁদগলা উঠোনে নামতা পড়ার
রাত
মনে পড়ে,
বাল্যশিক্ষা বাল্যকাল।
হারানো ষাঁড়ের
খোঁজে মহেন কি
এখনো বনে যায় ?
অথবা ঘরে ফিরেই
বাঁশ বাঁশি হাতে পাড়া
ঘুরতে বেরুয়
অই চাঁদ জমা কলাইখেতে!
আসলে মহেন আর গরু
চড়ায় না
মহেন এখন অই আকাশে...
তারা গুণে,
তারা গুণে আর
গুণে –

শখের বেলুন

আলপিন পিঠে বিধলেই চুপসে যায়
বেলুন
উড়লে দেখায় রঙের জাদু
শখের বেলুন হয়ে উড়ছি
নিজেরই আকাশে
চোখ রাঙিয়ো না
শুধু শুধু...

ললিতার মেইল

ললিতার মেইল পড়ব
কিন্তু নেট ভীষণ খারাপ আজ
কি জানি কি লিখেছে
আসছে খ্রিস্টমাসে আসবে সে
তাই কি লিখেছে ?
নিম্নচাপের
কারনে সূর্যের দেখা নেই, লেপ্টপ বন্ধ
উইন্টার এসে গেছে।
রাস্তার মোড়ে মোড়ে আগুন
পোহানো মানুষ
চোখে পড়বে অহরহ।
ললিতা কী লিখতে পারে তাই
ভাবছি মূলতঃ
স্বামী সংসার, বিদেশ ভিভূঁইয়ে সুখী জীবন,
রাহুলকে ভুলে যাওয়া–
না, আমাকে ওসব
বলবে কেন !
না কি লিখেছে, বচন, আজকাল কি লিখ তুমি,
মান ভালো হচ্ছে না-

পড়তে পারছি না যখন, তাই হবে হয়তো...

পাহাড়ে, পাথরে

কাঁকড়ার ঝাঁক
দাঁড়া নেড়ে খোঁজছে শিকার।
কাব্যময় মাছেদের জীবন জল-জঙ্গলেই
তাতেও বিষ ছুড়ে দিয়ে
আমরা করে দিই বিপন্ন
আমরাও ছিলাম বনে-জঙ্গলে
পাহাড়ে , পাথরে-

১৭ই অগাস্ট ২০১৩

ইছামারী

জলে জল আলাপ ক'রে
পানিকাক
ধূমাভ টিলায় গলছে রোদ
মেঘের অবগুণ্ঠন ভাঙা ভোরে
দারুণ বিস্ময়
ছই-ঢাকা নৌকো সারি সারি
নিচে অঢেল মাছ
ইছামারী

ফড়িং

করোটির ঘাসফড়িং উড়ে যাচ্ছে
পাহাড়ে
আমি বললাম, এই অন্ধকারে যেয়ো না ।
পা পিছলে পড়ে যাবে
গভীর খাদে
আমার কথা শোনেই না...

পাহাড়

মাঝে মাঝে পাহাড়কেও নারীর মতো লাগে
লোলুভ চোখে একটানা
তাকিয়ে থাকি যতক্ষণ
না অন্ধকারে হারায়
আমারো যদি একটা
পাহাড় থাকতো
পাহাড়
কিনে নিতে পারতাম
যদি !
পাহাড় চূঁড়ায় বাড়ি
মাথার উপর মেঘ
পাহাড় চূঁড়ায় বাড়ি
মাথার উপর মেঘ...

বৃক্ষবাকলে লিখবো চিঠি

পরকালে তুমি আমার হইয়্যো,
প্রেমবিলাসী আমি লিখব চিঠি
বৃক্ষবাকলে, আমলকির
রক্তে
লাল রঙা ডাক বাক্সে খোঁজে নিও আমাকে
অনেক কথা নিয়ে ঘুমিয়ে আছি।
ডোরাকাটা মেঘ
ছেনে আনা শব্দে
বিরহ কথা গেঁথে
লিখব চিঠি ।
এই জন্মে তোমাকে না
পাবার বেদনা
আপাদমস্তক, তোমার
প্রত্যাখান, অবহেলা
কয়েক জন্মের সংসার
ভুলে আমাকে তোমার
চিনতে না পারার ভান
সব লিখব!
পত্রোত্তর
নাইবা দিলে...

হাঁটতে হাঁটতেই একলা হ'য়ে যাই

হাঁটতে হাঁটতেই একলা হ'য়ে যাই
পেছনে চাপা পড়া অতীত !
সে জাগলে কত কথা
মুখস্ত ছড়ার মতো
সাজানো শব্দের সারি
ছুটোছুটি ক'রে
বিড়াল পায়ে-
কাকে আর ডাকবো
একলাই ভালো,
একলাই
ধূলোভেঙে হেঁটে যাই
হাঁটতে হাঁটতেই একলা হ'য়ে যাই...

শেষ ভোজ

শেষে খরগোশ ভোজন।
যারা আগেই চ'লে গেছো
গিলাস গিলে খেয়ে-
গভীর বিতানে নেই
আর
শব্দের হৈ হুল্লোর...

মাতাল রোদ্দুরে

সূরিপাড়া, হাঁটছে কবিতারা
পিঁপড়ের সারি ভেঙে
রোদফোঁটার উপর দিয়ে
আলগোছে জলসিন্ধুক
পেরিয়ে
মাতাল রোদ্দুরে...

এই মনোবাঞ্ছা

রাজা হতে আমি চাই নারে-
পরকালে কেবল আমায়
তুমি
তাঁতি বাঁবুই কইরো-
এই মনোবাঞ্ছা
চাইয়ারে,
অইলাম
পরবাসী...

নেশা

বোতলে বিষ!
অমৃত, আমি বলি
গভীর নেশা করবো বলে
হাসতে হাসতে গিলি...

উষ্ণতা

বরফ ঠাণ্ডায় উষ্ণতা দেয়
নিরবে জ্বলা সিগারেট
যুবতি মাছের গাল ছুঁয়ে
কত কথা ব'লে গেল

বিরহি প্রজাপতি...

ক্ষত

ক্ষত সারেনা সাবান
ফেনায়
তবু জলে নামি
মদের টেবিলে
পেয়ালা আর
পাখি

দুখ-২

পায়ে পায়ে সূরিপাড়া
হাঁড়ি নাচছে ঢোলের
জাদুয়
আমি গান জানিনা
ভগ্ন জলটঙে
জলঢোঁড়া...

উষ্ণ হতে চাই

ভালো লাগেনা তবু
কাকের গান শুনি
কুৎসিত জেনেও গভীর
রাতে লক্ষ্মীপেঁচা
খুঁজি
অচল ঘড়িতে সময়
দেখে ঘুমাতে যাই
যে ভীষণ
দুঃসময়ে ফেলে রেখে চলে গেছে
তার কথাই মনে পড়ছিল ভীষণ।
জল নেই তবু জলেই
ডুবে ভেসে যাই
তোমার চুলের গন্ধ
আসা স্রোতের দিকে
ভাবনার ইন্দ্রজালে কবিতার
মতো সরলজটিল চাহনি
আমাকে ভাবায় নাগর
দোলার দোলায়
শীত কাঁপা রাতে খড়কুটো
খুঁজি উষ্ণ হবো বলে...

এখানে আগেই লেখা হ’য়ে গেছে কবিতা

কবিতাই আমার সবে ধন নীলমনি।
কবিতার জন্য শব্দ
খুঁজতে বেড়িয়ে পড়ি ধান
খেতের আইল ধ’রে ।
সড়কের দু’ধারে কাঁটানটে,
ভাঁটফুল, স্বর্ণলতারা ঝোলে।
কি আর লিখব কবিতা ।
এখানে আগেই লেখা হয়ে গেছে কবিতা!
তরুণ রোদের
ছুঁয়ায় চকচক্ ক’রে ওঠে ঘাসের
ডগার শিশির।
আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে
রঙবেরঙের ঘাস ফড়িং। ধান
পাতায় মাকড়সা ফাঁদ
পেতে ব’সে আছে চুপচাপ। চতুর
মাছি জাল ছিড়ে উড়ে
যায় মৃত্যুঞ্জয়ী সুখে। ধান
নাড়ার নিচে ভীতু শামুক
টপা পানায় মুখ লুকিয়ে,
কি শান্তি! যুবতী পুঁতিরা রঙ
এঁকে সাঁতরাচ্ছে খালের জ’লে।
আইলের লজ্জাবতি, চোখ
মেলে তাকায় নরম রোদে।
বিস্তীর্ণ মাঠ
ভরা সর্ষে খেতে
হলুদ আলোর ঝলকানি! যেন হলুদ
আলোর রংমশাল...
কি আর লিখব কবিতা!
এখানে আগেই লেখা হ’য়ে গেছে কবিতা-

২২ কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ

বন্ধন

জীবন মানে হাতে হাত
রেখে হেঁটে যাওয়া
বিশ্বাস, ছোট্ট আকাশজোড়া
মিষ্টি সুগন্ধমোড়া।
জীবনের মেঘরোদ্দুর খেলায়
সোজা নয় পাহাড় চূঁড়োয় চরা!
ডাবুয়া, নিতাই, ভোগাই.
সোমেশ্বরী নদীর পাড়ে
গভীর আস্থার গান, সূর্যোদয়ের
গল্প শোনাতে শোনাতে
পাগড়ি বাঁধা মাথার
ঝুঁটি দোলাতে দোলাতে
বাঁধার প্রাচীর
ডিঙিয়ে এখনো পথ চলা।
মিষ্টি সুরবিন্যাসে মূর্ত হোক
সুনিবিড় বন্ধনে
গৌরব আর জ্যোতির্ময়ী-
জীবন মানে বিশ্বাস, ছোট্ট
আকাশজোড়া
ভালোবাসার শেকল পরা...

ধোঁয়া

পাহাড় ঘেঁষে একঝাঁক
ধোঁয়া
কথা বলতে বলতে বলতে বলতে
উড়ে যাচ্ছে...
আমি দৌড়োচ্ছি পিছু পিছু...

হারানো বোতাম

পাঁজর কাঁপা রাতে ব্যাকুল
আঙুল খোঁজে স্মৃতি।
সাঁকোর ওপারে সেতুর
বাড়ি
স্রোত ও জলকল্লোল
হারানো দিনের গান
সারারাত
ছেড়া শার্টের
পকেটে
হারানো বোতাম

পতঙ্গ জীবন

রাত জেগে তেলাপোকা
পদ্য র'চে
নিরব বিরহ বাড়ি ।
প্রেমিক টিকটিকি দিঘল লেজ
নাড়ে
এই পতঙ্গ জীবনই আজ
ভালোলাগে...

ডানা ঝেড়ে ডাকে

দুরন্ত শৈশব
ডানা ঝেড়ে
ডাকে।
মুখর বনবীথি তলে
সজারুর
স্পর্ধা রঙ-বেরঙের পাখির
চেঁচামেচিও
গান হ'য়ে ওঠে
এমনই শৈশব আমার
ডানা ঝেড়ে ডাকে...

পাহাড় ছড়ার পদ্য

হাজং গানে মুখর
পাহাড়ের পাদদেশ।
ঘিলাগড়া, নকশী পাথিনে মোড়া
রুপেশ্বরী নদী ।
এখানে জীবন গদ্যময়
পাহাড়ী ঢলের তুমুল
স্রোত ধুয়ে নিয়ে
যায় যৎসামান্য পদ্য!
তীর ধনুকে মিলেনা শিকার আর–
নষ্ট, আপন জীবনের ছন্দ...

নশ্বর ভূবন

উৎফুল্ল ইঁদুর !
হাঁটছে মাছের হাড়
শুকনো নদীর পাড়-

চ'লে গেছে
বৃষ্টি-বাদলের দিন
এখন ভীষণ খরা-
হয়োনা অহংকারী
গ'লে পড়ে যাবে
মাথার মুকুট-
নদী গিরি বন
লাগছে রাগী ভীষণ
মাথায় জল
পরে না কতোদিন...
ভাড়ার ঘর ছেড়ে
নিজের
ঘরে ফিরে যাবো
নশ্বর ভূবন-

নিরীশ্বর ভিতর বাড়ি

হুলপরিরা এলে জমে উঠে
পানশালা,
পাছা নেড়ে নাচে
গোঁপ অলা মেঘ
জোনাকিস্মৃতি গুমটি
ঘরে
হারানো ডাক টিকিট
ভাবায় হামেশা!
বনেদি জীবন নয়, ভীষণ
স্বেচ্ছাচারী
খুচরুকথা কত ব্যথা
নিরীস্বর ভিতর
বাড়ি ...

৫/৯/১৩

কী আর থাকে বলতে

ঝুল আগুনে পুড়ছে পাতা
ছড়ানো দাবানল,
বিষবৃক্ষ মরে যাক পুড়ে
থামুক কোলাহল।
কিছুই নেই ভাবার
সুখ ভূরি ভূরি,
আকাশে ভেসে
বেড়ায়
মেঘ ভুড়ভুড়ি।
মজ্জমান বীজতলার
ভূচিত্র গ্যাছে পাল্টে,
ভুসিমাল উড়ছে বেগে
কী আর থাকে বলতে-

নিজেকেও সিগারেট মনে হয়

আগুন কেউ না জ্বালিয়ে দিলে
সিগারেট ঘুমিয়েই থাকে
জ্বললে পরে
কী বাসনা ধোঁয়া--
মাঝে মাঝে
নিজেকেও সিগারেট
মনে হয়–

ঋণ

পাঠশালায়
ঘুমাচ্ছে শিশুকাল
শিঙ থেকে শিশির
ঝেড়ে
জোসনা খেতে হরিণ।
বাল্যশিক্ষা, নামতা মনে পড়ে
মাস্টার মশাই, তোমার
কাছে আমার কত যে ঋণ...

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার বিষণ্ন সাঁকো

নদীর চওড়া কাঁধে
হেলে পড়েছে বিকেল
আলো হারাচ্ছে আলো
ধেয়ে আসছে আগুনে
অন্ধকার
তাও ভালো-
হাই তোলে
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার বিষণ্ন
সাঁকো।
নদীর চওড়া কাঁধে
হেলে পড়েছে বিকেল
আলো হারাচ্ছে আলো

নেশা কি হয় সব জলে

একটু মাতাল হ'য়ে দ্যাখব
ব'লে
ঠোঁট নামিয়ে দিই
হাওরের জলে
নিচু
হ'য়ে-
খামারের
মাছেরা পালায় চিল
ভেবে
নেশা কি হয় সব
জলে !

আমার বেবাক কবিতাই তোমার জন্য লিখা ‘চিঠি’

মাছেরা জানে না তারা
কেন, কোথায় যাচ্ছে
দ্যাখি মাছেদের
তাড়াহুড়ো ছুটে চ’লা
সাঁতরে সাঁতরে চ’লে যাচ্ছে
বিস্তৃত নদী, খাল, বিল
ছাড়িয়ে হিজল বন ফেলে।
বুকের ভেতর ধাবমান মন
ঝিমুনির তালে তালে ছুটছে
পুতুল ভাঙা শৈশব, বারান্দার
বয়েসী বেঞ্চে শোয়ে শালিক ঘুম,
ঝরা কাঁঠাল পাতা কুড়িয়ে বাজার সওদা
শেষে ঝগড়া– ‘তোমার সাথে আর বউ জামাই খেলব না।’
তেতলার জানলায়
দাঁড়িয়ে ভাবি,
সময় ক্যামন ক’রে এত দ্রুত
গড়িয়ে চ’লে গেলো হেমন্তে পাতা ঝরার মতো-
পর্দায় তোমার মুখ ভাসলেই অন্যমনস্ক আমি
জেতা খেলা ‘কিস্তিমাত’ হেরে যাই;
চড়চড়ে দুপুরে মন খারাপ
ক’রে বাড়ি ফিরি
ঘামে ভেজা দিয়াশলাই জ্বলছে না
ঠোঁটে ঝোলা বিড়ি।
মনের নৌকো লাফাচ্ছে ঢেউয়ের ঝাপটায়
ভুলভ্রান্তির পেরেক
বিঁধা ঘোড়ায় সওয়ার হ’য়ে
কবিতা কবিতা করা ব্যর্থ বিকেলে
বেবাক মেধা ঢেলে গড়া শব্দের প্রাচীর
ভেঙে যায় সুড়ঙ কাটা উঁইয়ের তাণ্ডব লীলায়।

এরপর একবার ভেবেছিলাম
কবিতা আর লিখব না
-আঙুল পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে।
বাগানে বেমানান আগাছা আমি
এখনও কবিতা লিখি লুকিয়ে লুকিয়ে
ধর, আমার বেবাক কবিতাই তোমার জন্য লিখা 'চিঠি'...

৫ অগাস্ট ২০১৩

খপুষ্প স্বপ্ন

পৌরাণিক
চৌঘুড়ী দৌড়ে যায়
খপুষ্প স্বপ্ন!
খড়ি এঁকে দ্যাখি-
তুমি আমার নও
শিউলী গন্ধ বনে বেঁত
কোঁড়ল অসহায়,
খইনি পুরে নিয়ে মুখে
বিষঘুমে আমি
কতকাল...

২৮ জুলাই ২০১৩

জলনূপুর শব্দ

আজকাল একটু বৃষ্টি হলেই
জল জমে সড়কে,
আর তুমি নৌকো খোঁজ।
তোমাকে ছেড়ে চ'লে যায়
ভাটির দিকে-
জলনূপুর শব্দ !

আরণ্যক

বন দেবতা,
পুরোহীত মন্ত্রজপে
মান্দি নাচের
তালে...

শীতউষ্ণ রাতের কাব্য

শীতউষ্ণ আশ্বিনে রাত,
চিক্কন ঘামের সাথে
পালাচ্ছে জলউষ্ণ দুপুর...

পূবালীকে লিরিক

গরু তাড়ানো ধূলোঠেলা
গোধূলি
মনে কি পড়ে পূবালী?
পাহাড় গ'লে তেড়ে আসা
বাতাস
বুকে এখনো তোমার
নিঃশ্বাস
কেন এখনো আগলে রই
তুই এখন কই?
অযথা লাগে বাঁচা
তুই তো ছিলি আমার
খাঁচা
এখন সবি লাগে মিছা...

ঘুম এলে তো ঘুমাব

ঘুম এলে তো ঘুমাব
ঘুম গেছে বেড়াতে
তুমিও নেই বাড়িতে
ঘুম এলে তো ঘুমাব।
পেয়ালায় সুরা ঢালা
উঠোনে জোসনা ধলা,
বাইরে এসে
দাঁড়িয়েছি
জানতে চাইলে না
তো কেমন আছি!
অন্ধকারেও
উড়ে বুনো মাছি
কত কথাই
তোমাকে হয়নি বলা
ঘুম এলে তো ঘুমাব-

চাঁদ ডুবে যাবার আগে

চাঁদ ডুবে যাবার আগে একটি শাদা পাখি উড়ে গেল।
আমি ভাবলাম
কেউ নয় তো !
আনারস খেতে দু'একটা জোনাকির
নড়াচড়া দেখছি
কাঁঠালবন ঘুমাচ্ছে নাক
ডেকে
আমি কেন জেগে আছি ?
শিশির পড়ার শব্দ আমার
ঘরের চালে
এতো সহজে গেলে ভুলে ?
চতুর ইঁদুর গর্তে হারিয়ে গেল
বিড়ালের তাড়া খেয়ে
গেলে ঠিকাছে,
ক্ষতটা রেখে গেলে-
আমি কেন জেগে আছি ?

কথা দিলাম

তুমি
ডাকলে
এখনি
চ'লে
যাব।
পথে
থাকুক
যতই
কাঁটা,
আঙড়া
জ্বলা
আগুন-

সব ভেসে যাক

পল্লি গানে মন ভরে যায়!
চাঁদনি রাতের জলধনু অই
নিরব পোল্ট্রি ফার্ম, হাসের খামার-
আমি পল্লি সুরে বাঁশি বাজাই
তেড়ে আসছে কালবোশেখি, ধূলোঠেলা বিকেল।

ঝড়জলে সব ভেসে যাক...
সকল চাওয়া-পাওয়া, অভিমান-

জলবিহার

ইটভাটির চিমনি, যেন শিব
শিশ্ন
ধূয়ার প্রস্রাব ছাড়ে আকাশদেশে

ক্লান্ত জলবিহার
শেষে...

আমার দাবি-দাওয়া

আগামিকালের জন্য বেঁচে থাকা
কাঁটার ঝুলে আঙুল ডুবানো
এক মুঠো অন্ন
আর, নিরাপদ সড়কে
হেঁটে বেড়াবার
নিজস্ব বিকাল...
আর কিছু নয়